ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৭ বৈশাখ ১৪৩২, ৩০ এপ্রিল ২০২৫

‘নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাবি ক্যাম্পাসে ‘বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা’

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ১৪ এপ্রিল ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪৩২ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ‘নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান’ প্রতিপাদ্য নিয়ে সকাল ৯টায় চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে ‘বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা’ বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ মোড় ঘুরে টিএসসি মোড়, শহীদ মিনার, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র, দোয়েল চত্বর হয়ে বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তা দিয়ে পুনরায় চারুকলা অনুষদে গিয়ে শেষ হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন।

বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ এই শোভাযাত্রায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বাংলা নববর্ষ-১৪৩২ উদযাপনের কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরে চীনা শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরে চীনা শিক্ষার্থী বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। গত বছর চীন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিলেন ৯ জন শিক্ষার্থী। এইবছর পড়তে এসেছেন ১৮ জন। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিলো ৬ জন। এসব শিক্ষার্থী আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধীনে বাংলা বিভাগে পড়াশোনা করছেন।

শিক্ষা-গবেষণা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য চীনের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) রয়েছে। চীনের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে- ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয় ও বেইজিং ফরেন বিশ্ববিদ্যালয়। এসব সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) আওতায় এবং চীন সরকারের বৃত্তি নিয়ে এই বছর চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন শিক্ষার্থী। গত বছর এই সংখ্যা ছিলো ৭ জন।

ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে চীন সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী নামে একটি আবাসিক হল নির্মাণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

এছাড়া, আগামী আগস্ট মাসে চীনের শিক্ষার্থীরা দুই সেমিস্টারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসার আগ্রহ দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে প্রফেশনাল মাস্টার্স কোর্সে পড়ারও আগ্রহ দেখিয়েছেন তারা। এ লক্ষ্যে চীনের আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করতে চায়। সেজন্য উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে। খুব শিগগিরই বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষা-গবেষণা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়ের ক্ষেত্রটি আরও সম্প্রসারিত হবে।

এদিকে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট

সম্প্রতি চিকিৎসা গবেষণা ও প্রশিক্ষণকে এগিয়ে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে চীনের ইউনান পিকিং ক্যান্সার হাসপাতাল এবং কুনমিং মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনের শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা দূর করার জন্য স্যার পিজে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলে ১০টি কক্ষের সমন্বয়ে একটি ব্লক তৈরি করা হয়েছে। চীন থেকে পড়তে আসা শিক্ষার্থীরা সেখানে অবস্থান করছেন। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের একটি শক্তিশালী দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে শুধু ভাষাগত দক্ষতাই অর্জন করছে না, বরং চীনের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যোগাযোগ বেড়েছে। গত নভেম্বরে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে উপাচার্য (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ৫০ বছরের নয়, ঐতিহাসিকভাবে এই সম্পর্ক দুই হাজার বছরের পুরনো: উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ৫০ বছরের নয়, ঐতিহাসিকভাবে এই সম্পর্ক দুই হাজার বছরের পুরনো। আমরা দুই দেশের মধ্যে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই। শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচি আরো বাড়াতে চাই।

গত ২০ এপ্রিল নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে চীনের ইউনান প্রদেশ ও ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের উদ্যোগে আয়োজিত ‘চীন-বাংলাদেশ পিপল- টু-পিপল এক্সচেঞ্জ ইয়ার: ইউনান এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ প্রমোশন’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সহ আয়োজক ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

কোভিড বিষয়ক বিশেষ বক্তৃতা

গত ১৭ এপ্রিল ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ‘Discovering Covid: The Beginning and Beyond’ শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে ডাচ ভাইরাসবিদ অধ্যাপক ড. আলবার্ট অস্টারহাউস এই বিশেষ বক্তৃতা প্রদাণ করেন। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ও সমাপনী বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ।

অধ্যাপক ড. আলবার্ট অস্টারহাউস বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ভাইরোলজিস্টদের একজন, যিনি SARS I CoV-1 আবিষ্কার এবং জুনোটিক মহামারী বিষয়ক কাজের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত। তার ১ হাজার ৩৫০টিরও বেশি প্রকাশনা রয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি সফল বায়োটেক উদ্যোগও নিয়েছেন তিনি।

এছাড়া আরও বক্তৃতা করেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

ডাকসু নির্বাচনের টাইমলাইন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রশাসন মনে করে ডাকসু প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদেরও ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। সে কারণেই বর্তমান প্রশাসন ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য ডাকসু নির্বাচন সম্পাদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দর এবং সুচারুভাবে আয়োজনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং অগ্রগতি সম্বলিত পথ নকশা প্রকাশ করা হলো:

Plan and Progress towards DUCSU Election: The timeline

Sl	Key Initiatives	Formation	Tasks	Status/Progress
1.	Individual round of stakeholder consultation and discussion	2nd to 4th weeks of December 2024		

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের উচ্চ মাধ্যমিকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের পুনরায় MCQ Test আগামী ১৭ মে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ভর্তি কমিটির ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের উচ্চ মাধ্যমিকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের পুনরায় MCQ Test আগামী ১৭/০৫/২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টা থেকে ৩টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের MCQ Test পুনরায় গ্রহণের বিষয়টিতে মাননীয় আদালতের নির্দেশ রয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান ও কলা শাখার শিক্ষার্থীদের ফলাফল ১৭/০৪/২০২৫ তারিখ সকাল ১১টায় প্রকাশ করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান ও কলা শাখার ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ১৯/০৪/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত তাদের বিস্তারিত ফরম ও বিষয় পছন্দক্রম পূরণ করতে বলা হয়।

রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা–উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের দেশে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিভাজন রয়েছে। এই বিভাজন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। তবে পরিবেশ আন্দোলন রাজনৈতিক বিভাজনের উর্ধ্বে। দল-মত নির্বিশেষে সবাই এই আন্দোলনটিকে ধারণ করেন। পরিবেশকে রক্ষায় এটি একটি বড় সুযোগ। সবাই একসঙ্গে উদ্যোগ নিয়ে কাজ করলে এক্ষেত্রে আমরা দ্রুত সফল হতে পারবো।

গত ১৯ এপ্রিল ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ‘উন্নয়নের স্বার্থে পরিচ্ছন্ন সবুজ ক্যাম্পাস’ কর্মসূচির সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ইউনিডো, ঢাকাস্থ নরওয়ে দূতাবাস এবং প্রাণ আরএফএল গ্রুপের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন নরওয়ে দূতাবাসের সচিব মিস ম্যারিওন রাহবি কোলাভেলরাদ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের ডিজি ড. মো. কামরুজ্জামান, ইউনিডো বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. জাকি উজ জামান, প্রাণ-আরএফএলের পরিচালক চৌধুরী কামরুজ্জামান, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডা. আলিম চৌধুরী ছাত্রী হলের প্রভোস্ট ডা. আফিয়া শাহরিয়াজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মফিজুর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. আলেয়া বেগম। সঞ্চালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. রিদওয়ানুল হক। (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

ডাকসু নির্বাচনের টাইমলাইন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

2.	DUCSU Constitution Amendment Committee	24/12/2024	Consult with the students' organizations, Ask the students' organizations to give their opinion, Sought for general students opinion through online, Compare and compile all the opinions **6 Meetings were held**	1. DUCSU Revised constitution finalized and sent to the students' organizations 2. Waiting for approval of Syndicate
3.	DUCSU Election Code of Conduct Review Committee	15/1/2025	Exchange of views with students' organizations, Exchange of views with former DUCSU office bearers, Exchange of views with DUJA 2019 and 2024, **7 meetings were held**	Finalized and waiting for approval of Syndicate
4.	Consultation Committee to provide advice	20/1/2025	Opinion exchange with student organizations, Opinion exchange with hall provosts and warden, Opinion exchange with all deans, Opinion exchange with DUJA, Opinion exchange with hall provosts and warden, Spread sheet disseminated in website and emails of the students **9 Meetings were held**	To be finalized by mid-April, 2025
5.	Sharing of the outcome (documents) with Students' Organizations	Done	In progress	To be finalized by mid of April, 2025
6.	Sharing of the outcome (documents) with the Provosts, Deans, Chairs of the departments and Directors of the Institutes	Pending		To be finalized by mid of April, 2025
7.	Formation of Election Commission (includes the appointment of Chief Returning Officer and other Returning Officers by the Vice Chancellor)	Pending		1st half of May, 2025
8.	Preparation of voter list (by the election commission with the support of DU administration)	Pending		Mid of May, 2025
9.	Declaration of the Election Schedule (By the election commission in consultation with the Vice-Chancellor)	Pending		The EC to determine the dates of specific actions related to holding elections by the Election Commission

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আহমদ শামসুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আহমদ শামসুল ইসলাম গত ১৪ এপ্রিল ২০২৫ ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০১ বছর।

মরহুমের নামাজে জানাজা বাদ জোহর গুলশান আজাদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আহমদ শামসুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, দেশের উদ্ভিদবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। দেশে জিন প্রকৌশল এবং জীবপ্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণার প্রবর্তনেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. আহমদ শামসুল ইসলাম বাংলাদেশে প্লান্ট টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্লান্ট টিস্যু কালচার অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি (বিএপিটিসিবি) এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একুশে প্রদকপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। পাটের তোষা ও দেশী জাতের মধ্যে তিনি সংকরায়ন ঘটিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান পরিবারও গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক-এর স্মরণসভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর স্মরণসভা গত ৯ এপ্রিল ২০২৫ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এই স্মরণসভার আয়োজন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক-এর ছোট ভাই মো. আতিক উল্লাহ সিদ্দিক, অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খানসহ তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, বিভাগীয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইবৃন্দ স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রয়াত অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মানবিক মূল্যবোধ ও চারিত্রিক গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি অনেক মানুষের মন জয় করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত পরামর্শক হিসেবে তিনি বহু মানুষের হৃদয়ে গভীর ছাপ রেখে গেছেন।

উপাচার্য আরও বলেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক যে দায়িত্বগুলো পালন করেছেন, সেখানে সার্বক্ষণিক একটা মানসিক চাপ থাকে। সবসময় মাথা ঠান্ডা রেখে তিনি যেভাবে পরিস্থিতিগুলো মোকাবেলা করেছেন, তা খুব কম সংখ্যক মানুষই করতে পারেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরে চীনা

(১ম পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সাত দিনের সফরে চীনে যান। সফরকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন এবং পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। এছাড়া উপাচার্য চীনের সেন্টার ফর ল্যাংগুয়েজ এডুকেশন এন্ড কো-অপারেশন, চাইনিজ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন ফাউন্ডেশন এবং ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর চাইনিজ ল্যাংগুয়েজ টিচিং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে মতবিনিময় করেন। সর্বশেষ ১৯ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেন চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিনিধি দলের একাডেমিক বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান' প্রতিপাদ্য নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর) সদস্য সচিব ও চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ২৮টি জাতিগোষ্ঠী, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ দেশ-বিদেশের অতিথিবৃন্দ অংশ নেন।

এই বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রায় ৭টি বড় মোটিফ, ৭টি মাঝারি মোটিফ এবং ৭টি ছোট মোটিফসহ আমাদের ঐতিহ্যের পরিচায়ক বিভিন্ন শিল্পকর্ম স্থান পায়। এছাড়া, এবছর বিপুলসংখ্যক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও সর্বসাধারণ দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণ করে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বর্ষবরণ উৎসব ও 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা' সফলভাবে আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যমকর্মী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সর্বদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে থাকার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নতুন বাস্তবতায় এবারের শোভাযাত্রায় নিবর্তনমূলক স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সর্বজনীন ঐক্য, সম্প্রীতি, ন্যায্যতা ও সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

উপাচার্য আরও বলেন, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের প্রতিফলন এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা, ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষের সমাহারে দৃষ্টিনন্দন ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করায় এই শোভাযাত্রা ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এবছর শোভাযাত্রায় ইতিহাসের সর্বোচ্চ সংখ্যক সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে এবছর শোভাযাত্রার সৌন্দর্য বর্ধন করা হয় ও শোভাযাত্রাকে দৃষ্টিনন্দন করা হয়।

বর্ষবরণ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি পৃথকভাবে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

কোভিড বিষয়ক বিশেষ বক্তৃতা

(১ম পৃষ্ঠার পর) ড. মো. এনামুল হক, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা এবং প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ভাইরাস থেকে মানুষকে বাঁচাতে বাংলাদেশ তথা পুরো বিশ্ব সংগ্রাম করছে। ডাচ ভাইরাসবিদকে নিয়ে আজকের এই আয়োজন আমাদের জন্য আসলে একটি বিশেষ সুযোগ। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।

উপাচার্য বলেন, আমি আশা করি আজকের এই আয়োজন আমাদের পথ দেখাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই আয়োজন করলেও আমরা সারাদেশের প্রতিটি সেক্টরকে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। যাতে একসঙ্গে আমরা সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে পারি।

রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার

(১ম পৃষ্ঠার পর) সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আরও বলেন, পরিবেশ আন্দোলনে কোনো প্রতিযোগী নেই। এখানে সবাই সহযোগী। আজকের এই আয়োজনটিতে সরকার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বুয়েট, জাতিসংঘ, নরওয়ে দূতাবাস সবাই অংশগ্রহণ করেছে। আমরা এই পার্টনারশিপকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই। আশা করছি আমাদের মধ্যে যে যোগাযোগ তৈরি হয়েছে সেটি অক্ষুণ্ন থাকবে।

আমরা অনেক বেশি কাজ করছি, এসব রাজনৈতিক বাকোয়াজ করছি না উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, অনেক রক্তের ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সে কথা স্মরণ রাখতে হবে। আমরা কাজগুলো করার চেষ্টা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ু দূষণ রোধে পাতা পোড়ানো বন্ধ করার জন্য অফিসিয়ালি নির্দেশ দিয়েছি। এ বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। একই সঙ্গে আমরা 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত' ক্যাম্পাস করতে চাই। আমি এখনই এর ঘোষণা দিবো না। আগে কাজ এগিয়ে নেবো তারপর ঘোষণা দিবো। বিশ্ববিদ্যালয়ে আতশবাজির ব্যবহারও প্রায় শূণ্যের কোঠায় নিয়ে আসা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন উপাচার্য।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগ ব্যবহারে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমরা 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত' ঘোষণা করতে চাই। এজন্য সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি আমাদের হর্ণমুক্ত ক্যাম্পাসও গড়ে তুলতে হবে। সদিচ্ছা ও সচেতনতা থাকলে এ কাজগুলো করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫তম স্নাতক গণিত

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) অলিম্পিয়াডের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এবং ৬টি বিভাগ থেকে আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পর্যায়ের ৮৩জন শিক্ষার্থী অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করেন। চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী ১০জন হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফওজিয়া আফিয়া ইসলাম ও মো.সবুজ রানা সোহাগ, বুয়েটের শিক্ষার্থী মো. জিম মিম সিদ্দিক সৌধ, অনিন্দ্য বিশ্বাস, তাহজিব হোসেন খান, মো. আশারুল ইসলাম ফাহিম ও ফাহিম মুহতামিম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. গোলাম মুসাব্বির জয় , ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি'র শিক্ষার্থী আহনাফ মারজুক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. সুমন।

পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর রাখার বিষয়টি প্রকৃত অর্থে মানব

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. ফাহমিদা খানম। এসময় আরও বক্তৃতা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের ডিজি ড. মো. কামরুজ্জামান, ইউনিডোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. জাকি উজ জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. রিদওয়ানুল হক, পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. আব্দুল আল মামুন এবং প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সুমাইয়া তাবাসসুম আহমেদ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল ও বুয়েটের প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরে শিক্ষার্থীদের হাতে সনদ তুলে দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, সবুজ ক্যাম্পাস হলে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্ভাবনী শক্তি বাড়বে। আমরা সবাই চাই স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সচেতন হবে এবং অন্যকেও সচেতন করার উদ্যোগ নিবে। সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে আমাদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্বের জায়গা থেকে সবসময় এসব কাজের নেতৃত্ব দিবে।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

পাওয়ার-চায়নার প্রতিনিধি দল

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ পাওয়ার-চায়না রিসোর্সেস লিমিটেডের প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হলেন- পাওয়ার-চায়না রিসোর্সেস লিমিটেডের নির্বাহী সহ সভাপতি সান সুহুয়া, বরিশাল ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের সিইও চেন সুজিয়ান, পাওয়ার-চায়নার প্রজেক্ট সাপোর্ট বিভাগের জিএম লিও জেনজিয়ান, ডেপুটি জিএম জু ইয়ান, ম্যানেজার ওয়াং রুই এবং বিনিয়োগ পরামর্শক অ্যাড. হুমায়ুন কবির।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। আলাপকালে পাওয়ার-চায়না রিসোর্সেস লিমিটেড কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করে।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের সম্পদ সীমিত। যার কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা আমরা দিতে পারিনা। এখানে বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক হল, মেডিকেল সেন্টার, গবেষণার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির সংকট রয়েছে। আমরা সীমিত সম্পদের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করছি। এসময় উপাচার্য পাওয়ার-চায়না রিসোর্সেস লিমিটেডের বিনিয়োগ করার আগ্রহকে স্বাগত জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজের অধ্যাপক ল্যান্ডন ই. হ্যানকক গত ১৭ এপ্রিল ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় এবং একাডেমিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বিষয়ে যৌথ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

অধ্যাপক হ্যানকক রাষ্ট্র-সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমানের ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ছাত্রদের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বিক্ষোভ এবং ১৯৭০ সালের মে মাসে কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে একটি আকর্ষণীয় সাদৃশ্য তুলে ধরেন, যেখানে মার্কিন ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত নিরস্ত্র ছাত্র বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালায়। কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের হত্যা মার্কিন জনমত গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলো, যা শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনাম থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী প্রত্যাহারে অবদান রাখে।

একইভাবে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবিতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। ছাত্র জনতার এই আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ভয়াবহ দমন-পীড়ন চালায়। ফলে দেশব্যাপী ব্যাপক সহিংসতার সৃষ্টি হয়। শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনের পতনের পিছনে এটি মূল কারণ হিসেবে দেখা হয়।

এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক পরিবেশের গতিপথ পরিবর্তনকারী আন্দোলনসমূহের বিষয়ে একাডেমিক গবেষণা পরিচালনার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

ষষ্ঠ বাংলাদেশ ইকনোমিকস সামিট

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) দেশকে এগিয়ে নিতে হলে কিছু মৌলিক বিষয়ে আমাদের ঐক্য ধরে রাখতে হবে। শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ইকনোমিকস স্টাডি সেন্টার প্রকাশিত "সেটেরিস প্যারিবাস" এবং "বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অন ইকোনমিকস এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএসডিইডি)" শীর্ষক দু'টি জার্নালের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ৩-দিনব্যাপী এই সামিট-এর বিভিন্ন পর্বে পাবলিক লেকচার, ইকনোমিকস অলিম্পিয়াড, ডাটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, অর্থনীতি বিষয়ক পাঠচক্র, পলিসি ডিবেট এবং সমসাময়িক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে ৪টি প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়। সামিটের বিভিন্ন পর্বে বিশিষ্ট গবেষক এবং সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) মধ্যে আরও যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

তারা গবেষণার পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক দল, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এসময় তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা কেন্দ্র এবং চীনা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাংলা ভাষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উপরও জোর দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, ইউনান প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ এবং অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল 'ইউনান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী'তে যোগদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে। এই প্রদর্শনী ২০ এপ্রিল ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ৫০ বছরের নয়, ঐতিহাসিকভাবে

(১ম পৃষ্ঠার পর) উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, চীনের ইউনান প্রদেশের গর্ভনর ওয়াং ইউবো, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ডিনবৃন্দ, চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে চিকিৎসা গবেষণা ও প্রশিক্ষণকে এগিয়ে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে চীনের ইউনান পিকিং ক্যান্সার হাসপাতাল এবং কুনমিং মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আগে চীন ও বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ছিলো।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আরও বলেন, আমরা মনে করি ইউনান প্রদেশ আমাদের পরিবারের অংশ। আমি আশা করি এই আয়োজনটি একটি নতুন চ্যাপ্টারের উন্মোচন করেছে। এটি আমাদের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

চীনের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপাচার্য বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫৪ শতাংশ ছাত্রী রয়েছে। তাদের আবাসনের সমস্যা প্রকট। তারা এই সমস্যা দূর করার জন্য ক্রমাগত দাবি জানিয়ে আসছিলো। চীন তাদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে। চীন সরকারের অর্থায়নে ছাত্রীদের জন্য একটি আবাসিক হল নির্মাণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিনিময়ের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই দেশের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে চীনের একটি শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে শুধু ভাষাগত দক্ষতাই অর্জন করছে না, বরং একই সঙ্গে চীনের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছে।

উপাচার্য আরও বলেন, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক শিক্ষা বিনিময়ও সমভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। এই বছর চীনের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮ জন শিক্ষার্থী বাংলা পড়তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে। চীনের শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা স্যার পিজে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলে পৃথকভাবে থাকার ব্যবস্থা করেছি। ভাষা বিনিময় এবং পারস্পরিক বোঝাপোড়ার ক্ষেত্রে এটি আমাদের অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ। এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষা, গবেষণা এবং এর বাইরেও গভীর সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করে।

চীনের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চীনের শীর্ষ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একাধিক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। যা যৌথ গবেষণা, ফ্যাকাল্টি এবং শিক্ষার্থী বিনিময়ের পথ প্রশস্ত করেছে। আজ আরেকটি মাইলফলক তৈরি হয়েছে। চিকিৎসা গবেষণা ও প্রশিক্ষণকে এগিয়ে নিতে আমরা ইউনান ক্যান্সার হাসপাতালের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম তার বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে চীনের অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জুলাই আন্দোলনের কঠিন সময়ে আহতদের চিকিৎসা দিতে চীন সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নেয়।

চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-গবেষণা, সংস্কৃতি, যোগাযোগসহ সকল ক্ষেত্রে দুই দেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে 'চায়না-সাউথ এশিয়া ইউথ এক্সচেঞ্জ উইক' কর্মসূচিরও উদ্বোধন করা হয়। সিনেট ভবনের মিলনায়তনের বাইরে ইউনান প্রদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ১৭টি বুথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রদর্শনী করা হয়।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মি. মাইকেল মিলার গত ২২ এপ্রিল ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা জোরদার করার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উচ্চশিক্ষার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ক্যাম্পিং কর্মসূচি' গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করেন।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মি. মাইকেল মিলার তরুণদের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিয়া এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিক্ষার্থী এবং তরুণ শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জিন মনেট চেয়ার' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে তিনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতা চান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে চায় 'টিকা'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে চায় তুরস্কের সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা (Turkish Cooperation and Coordination Agency-TIKA)। গত ২২ এপ্রিল টিকার নতুন পরিচালক মোহাম্মদ আলী আরমাআন (Muhammed Ali Armagan) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. এ এম সাজ্জাদ হোসেন এবং টিকা'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি মঞ্জুর হোসেন।

সাক্ষাৎকালে টিকার প্রতিনিধিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও প্যাথলজি বিভাগের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে টিকা ভূমিকা রাখতে চায় বলে জানান পরিচালক মোহাম্মদ আলী আরমাআন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। শিগগিরই দুই পক্ষের মধ্যে এবিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

অ্যালামনাইদের প্রতি ঢাবি উপাচার্য

রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সকল রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য অ্যালামনাইবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডুয়া)-এর বৈশাখী মিলনমেলার উদ্বোধনকালে তিনি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের নানাভাবে ক্ষতি করেছে। ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর সকল বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করার এখনই সময়।

ডুয়া'র আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ডুয়া'র সদস্য সচিব এ টি এম আবদুল বারী ড্যানী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড, কাজের পরিধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অ্যালামনাইবৃন্দ বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁদের গতিশীল কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। এসময় সকলের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে এধরনের মিলনমেলা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একাডেমিক বিনিময় সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি একাডেমিক বিনিময় সভা গত ১৯ এপ্রিল ২০২৫ উপাচার্যের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, ইউনান প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের উপ-মহাপরিচালক মি. ঝাও দেরং, ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. ডুয়ান জিংউ, ইউনান প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক মি. লি ইয়াও, ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিনিময় ও সহযোগিতা অফিসের উপ-পরিচালক মি. শেন ইউন, কুনমিং মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মি. জিয়া জুয়েশান, ইউনান প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের আন্তর্জাতিক বিনিময় কেন্দ্রের পরিচালক মিসেস ল্যান ইয়ান, কুনমিং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. প্যান জুয়েজুন, ইউনান নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টি কমিটির উপ-সচিব মি. জিয়াং ফুলু, ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট মি. ওয়াং কিলিয়াং, ইউনান চাইনিজ মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস ইউ জি, হংহে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টি কমিটির উপ-সচিব মি. ঝাও রুজি, পু'র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. তিয়ান ইয়াং, ইউনান ভোকেশনাল কলেজ অফ ট্রান্সপোর্টের পার্টি কমিটির উপ-সচিব মি. পু

পিংগাও, ইউনান ভোকেশনাল কলেজ অফ মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. জি কিংফেং এবং ইউনান ভোকেশনাল কলেজ অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস শেন ইউকিওং নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু, পরিবেশ এবং বায়ু দূষণ সংক্রান্ত চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫তম স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত পর্ব

ফলিত গণিত বিভাগের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ গণিত সমিতি- এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন ১৫তম জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড ২০২৪'-এর চূড়ান্ত পর্ব গত ১১ এপ্রিল ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াড উদ্বোধন করেন। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে গণিত ভবন থেকে ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।

ফলিত গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফেরদৌসের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি এবং পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী, এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি এম. নুরুল আলম এবং ১৫তম জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াডের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মনিরুল আলম সরকার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, গণিত আমাদের চিন্তাশক্তি ও যুক্তিকে ক্ষুরধার করে। এর নিজস্ব একটি ভাষা রয়েছে। এই ভাষা আয়ত্ত করতে গণিত চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। গণিতের জ্ঞান পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মজীবনে সবসময় কাজে লাগবে। তিনি আরও বলেন, এই অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থীদের সম্মিলন ঘটেছে। সকলের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে এধরনের আয়োজন কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কুইজ ফেস্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কুইজ সোসাইটির উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কুইজ ফেস্ট গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কুইজ ফেস্ট উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কুইজ সোসাইটির সভাপতি ওয়াসি আহাম্মেদ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগঠনের মডারেটর সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার এবং ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মিসেস ফারজানা বাসার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমন মোহতাসিন স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই ফেস্টের সফলতা কামনা করে বলেন, শিক্ষার্থীদের মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে উদ্বুদ্ধ করতে কুইজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি ধরে রাখতে এই ফেস্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই কুইজ ফেস্টে আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কুইজ প্রতিযোগিতায় ১শ' টি টিম, মেগা কুইজে ৩০ টি টিম আর ইন্ট্রা ইউনিভার্সিটি কুইজে ৭০ টি টিম অংশগ্রহণ করছে। 'ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, মিয়ানমার, ফিলিপাইনসহ ১১টি দেশের প্রতিযোগী এই ফেস্টে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

ষষ্ঠ বাংলাদেশ ইকনোমিকস সামিট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাব 'ইকনোমিকস স্টাডি সেন্টার'-এর উদ্যোগে ৩-দিনব্যাপী 'ষষ্ঠ বাংলাদেশ ইকনোমিকস সামিট' গত ১৫ এপ্রিল ২০২৫ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সামিট উদ্বোধন করেন। এবারের সামিট-এর প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'সংস্কারের ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ: দীর্ঘস্থায়ী সংস্কারের রোডম্যাপ।' সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধি সেন্টার (আইজিসি)-এর সহযোগিতায় এই ইকনোমিকস সামিট আয়োজন করা হয়েছে।

ইকনোমিকস স্টাডি সেন্টারের সভাপতি হাসিবুল হাসানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মাসুদা ইয়াসমীন এবং ক্লাবের মডারেটর অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জারিন তাসনীম রাইসা স্বাগত বক্তব্য দেন। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই সামিটের সফলতা কামনা করে বলেন, জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের অনেক দায় আছে। জ্ঞানের উৎপাদন, প্রচার ও প্রসারই আমাদের মৌলিক কাজ। এই কাজের মাধ্যমেই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা ও গবেষণায় যত বেশি নিজেদের উন্মোচিত করতে পারবো, আমারা তত বেশি সফল হবো। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে সম্মিলিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিকমানের অনেক শিক্ষক ও গবেষক আমাদের রয়েছেন। তাঁদের কাজগুলো দেশ-বিদেশে সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মাল্টিডিসিপ্লিনারি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব প্রয়োগের সমন্বয় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১)

'ইন্টারন্যাশনাল চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডে' উদ্‌যাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'ইন্টারন্যাশনাল চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডে' উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৫ এপ্রিল ২০২৫ আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট এবং শান্তা মারিয়াম-হংহে কনফুসিয়াস ক্লাসরুম-এর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়ং হুই (Dr. Yang Hui)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর মি. লি শাওপেং (Mr. Li Shaopeng) বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আইএমএল-এর পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল স্বাগত বক্তব্য দেন। এতে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শান্তা মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 'চীনা কবিতা আবৃতি প্রতিযোগিতায়' অংশ নেন। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সংগীত ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয়দেশের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। এই সম্পর্ক জোরদার করতে উভয় দেশের মধ্যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি আরও গতিশীল করতে হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং চীনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর রাখার বিষয়টি প্রকৃত অর্থে মানব সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত–উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর রাখার বিষয়টি প্রকৃত অর্থে মানব সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিবেশকে সুন্দর রাখতে হলে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু করে যেতে হবে। এসব কাজ একা একা কখনোই করা যায় না। ব্যক্তি এবং সামষ্টিক উভয়ভাবেই করতে হয়। তাহলে

কাজগুলোর পরিপূর্ণতা আসে।

গত ১৫ এপ্রিল ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে 'উন্নয়নের স্বার্থে পরিচ্ছন্ন সবুজ ক্যাম্পাস' অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এসব কথা বলেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ইউনিডো, ঢাকাস্থ নরওয়ে দূতাবাস এবং প্রাণ আরএফএল গ্রুপের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এসময় উপাচার্য আরো বলেন, আজকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি মানুষের অস্তিত্বের যে সংগ্রাম, সেটিতে ভূমিকা রাখবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় এসব কাজের সঙ্গে থাকবে। আমাদের এখানে পরিবেশ ক্লাবগুলো কাজ করছে। আমি খুব আশাবাদী। তবে খেয়াল রাখতে হবে এই কাজগুলো যাতে থেমে না যায়। কোনো না কোনোভাবে কাজগুলো নিয়ে লেগে থাকতে হবে। চেষ্টা করে যেতে হবে। তাহলেই সফলতা পাওয়া সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিলো। উদ্বোধনী ও সমাপনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। উদ্বোধনী (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো. আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮